

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রয়ী উপন্যাসে ('সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম') সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের প্রেক্ষাপট

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম' বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় তুলনাহীন সৃষ্টি। কথা সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সুনীল বাংলা সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনে সচেষ্টিত হয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যের জগতকে দিয়েছিলেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান। তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতার পাতায় উঠে এসেছিল সমকালীন জীবনের বহুমুখী চিত্রণ। 'আল্পপ্রকাশ' (১৯৬৬), 'যুবক যুবতীরা' (১৯৬৬), 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৬৮), 'সরল সত্য' (১৯৬৯), 'মেঘ বৃষ্টি আলো' (১৯৭১) 'অর্জুন' (১৯৭১) প্রভৃতি উপন্যাস; 'একা এবং এবং কয়েক জন' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' (১৩৭৪), 'হঠাৎ নীরার জন্য' (১৯৭৮) প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ; 'বৃত্তের বাইরে' (১৩৭৭), 'ব্যক্তিগত' (১৯৭২), 'সমুদ্রের সামনে' (১৩৭৯), 'সোনালী দিন' (১৯৭৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের বৃহত্তর ভূমিতে তিনি নিরীক্ষা করেছেন জটিল জীবন সমস্যাকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্তের সঙ্গে একটি একান্ত আলাপচারিতায় নিজের লেখা সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "প্রথম প্রথম লেখার মধ্যে

জীবনের কথা ছিল, কবিতাও তাই ছিল, বেশিরভাগ কবিতার লক্ষ্যই আমি, মানে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীকে যেভাবে দেখেছি।”^{১১}

পিরিয়ড পিস রচনার দিকে সুনীল ঝুঁকেছেন সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে। এই ধরনের বৃহত্তর পরিকল্পনার কারণও তিনি জানিয়েছেন; বলেছেন, “পরের দিকে যে বড়ো বড়ো উপন্যাসগুলো লিখলাম, সেগুলো অনেকটা ইতিহাস নির্ভর। কারণ, জীবনের রসদ ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাই পড়াশুনা করে, বিষয়বস্তু ভেবে লিখলাম।”^{১২} ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’, এই তিনটি উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিশাল প্রেক্ষাপটকে তিনি গ্রহণ করেছেন, সেখানে এনেছেন উনিশ শতকের নবজাগরণ (১৮৪০-১৮৬০), বাঙালীর জাতীয়তা বোধের জাগরণ (১৮৮৩-১৯০৭), দ্বিখন্ডিত বাঙালীর শিকড় সন্ধানের (পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ) বিরাট ও বিশাল ইতিহাসকে। কিন্তু এই ইতিহাস দেশের অনতি অতীত, সুদূর ইতিহাস নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসবিদ নন, ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তাঁর যতই মনে হোক জীবনের রসদ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, প্রকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে যেমন তুলে এনেছেন ইতিহাসের সত্যকে, তেমনি কল্পনার রঙে খণ্ডিত সত্য গুলিকে দিয়েছেন পূর্ণ সত্যের রূপ। খুঁজতে চেয়েছেন নিজের শিকড়কে, চালিয়েছেন নিজের আত্ম অনুসন্ধান; আর এই আত্ম অনুসন্ধান এগিয়েছে জীবন অনুসন্ধানেরই পথে।

‘সেই সময়’ ‘প্রথম আলো’ ‘পূর্ব-পশ্চিম’ এই তিনটি উপন্যাসের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট সন্ধান করতে হলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সাফাৎকারগুলোর সুলুক সন্ধান করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গুলিকে দেওয়া সাফাৎকারগুলির সন্ধান করলে তাঁর ভাবনার অলিগলিতে পৌঁছে যাওয়া কিছুটা হলেও সম্ভব। সঙ্গে নিতে হবে তাঁর আত্মজীবনী ‘অর্ধেক জীবন’। ‘অর্ধেক জীবন’এ সুনীল লিখেছেন,

কলেজ পাশ করার পর দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি বেকার ছিলেন, সেই সময়ে, “ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগারে আমি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পড়ি, তখন বইটি দুর্লভ ছিল। রামমোহন রায়ের জীবনী, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী, কেশবচন্দ্র সেনের রচনাবলী পড়তে পড়তে আমি যেন ফিরে যাই ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় দিনগুলিতে, ওই সব মানুষদের দেখতে পাই স্বচক্ষে, একা একা রোমাঞ্চিত হই, সেই নির্জন লাইব্রেরিঘরে শুনতে পাই ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর।”^৩ প্রথম যৌবনের এই উপলব্ধি তাঁর ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’ রচনার ভিত্তিভূমি।

উপন্যাস সময়ের পটভূমিকায় জীবিত মানুষের গদ্য গাথা। এই তিন উপন্যাসে তিনি বহু ঐতিহাসিক চরিত্রকে উপন্যাসের চরিত্র বানিয়ে তুলেছেন। সময় সন্ধানের পথে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির করেছেন ব্যবচ্ছেদ। আমাদের দেশ মূর্তি পূজা ও ব্যক্তি পূজার দেশ। ফলত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মন্ত্রশুদ্ধ বা চরম মন্দ রূপকে চিনতেই পাঠক সমাজ অভ্যস্ত, সুনীল তুলে এনেছেন ইতিহাসে চরিত্রগুলিকে ভালো মন্দে মিশ্রিত সাধারণ মানুষ হিসেবে, দেখিয়েছেন বহু ভুল ঠিকের ভূমি পেরিয়েই তাঁরা খুঁজে পেয়েছিল নিজেদের সত্তার প্রকৃত স্বরূপকে। কিছু কাল্পনিক চরিত্রও বা কিছু আধা ঐতিহাসিক চরিত্রকে তিনি কাল্পনিক করে দিয়েছেন।

‘সেই সময়’ উপন্যাসে নবীনকুমারকে কালীপ্রসন্ন সিংহের আদলে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু কালীপ্রসন্নের জীবন সম্পর্কে এতই কম জানা যায় যে বিদ্যাসাগরের যেমন প্রচুর জীবনী আছে, মাইকেলের যেমন প্রচুর জীবনী আছে কালীপ্রসন্ন-এর তেমন কিছু নেই, আছে একটা ছোট্ট একটা জীবনী। তাতে মেটেরিয়াল কিছুই নেই। খালি কী কী করেছেন – এইটুকুই। ফলে বানিয়ে বানিয়ে তাঁকে একটা মানুষের মতন করেছেন

সুনীল আর সেইজন্যে তিনি নামটাও পালটে দিয়েছেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে লিখেছেন তখন তিনি তথ্য ভিত্তিক থাকার চেষ্টা করেছেন।

এই পিরিয়ড পিসগুলো লেখার ক্ষেত্রে সুনীল হয়ত খুব পরিকল্পিত ভাবে এগোননি, যদি পরপর ভাবতেন তবে ‘প্রথম আলো’ লিখতেন, কিন্তু ‘সেই সময়’ এর পর তিনি লিখলেন ‘পূর্ব-পশ্চিম’। ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাসে যে সময় সীমাকে তিনি ধরেছেন তা অনেক পরবর্তীকালের। ‘স্বাধীনতা পরবর্তী একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাঙালীর দ্বিখণ্ডিত সত্তা তাঁর কাছে মূল্যহীন সে কারণেই তিনি পাশাপাশি রেখেছেন পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, এবং পূর্ব ও পশ্চিম গোলাধর্মে ছড়িয়ে থাকা বাঙালী জীবনকে।

‘প্রথম আলো’ রচনার সময় মাথায় রেখেছেন উনশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের শুভ সূচনার সময়কালকে। আমাদের দেশে রাজনৈতিক চেতনার আগে ধর্মীয়-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার নিয়ে কাজ হচ্ছিল কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা অর্থাৎ দেশটাকে যে স্বাধীন করা দরকার এই চেতনা এসেছে অনেক পরে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই ওই চেতনা আসে। তখন লোকেরা প্রথমবারের মতো সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে। সারা ভারতবর্ষে সেসময়েই হয়েছিল প্রথম সরকার বিরোধী মিছিল। সুনীল ঠিক করেছিলেন ওই সময়টা নিয়ে লিখবেন। লিখতে গিয়ে ত্রিপুরার রাজবাড়ির প্রসঙ্গও চলে এসেছে এবং আস্তে আস্তে রূপ পালটে গেছে তবে আগে থেকেই সময়টা তিনি ভেবেচিন্তে লিখেছেন।

নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত সমাজ বাঙালীর অনতি ইতিহাস নিয়ে খুব বেশী সচেতন নয়, সুতরাং একটা বিশাল ক্ষেত্র ছিল বাঙালীকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্যে, সেই ক্ষেত্রে বাঙালীকে প্রবেশ করিয়েছেন সুনীল। অর্থাৎ এই তিন উপন্যাসের গড়ে ওঠার প্রক্ষাপটে রয়েছে সুনীলের সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত ভাবনা। একটি সাফাৎকারে তাঁর

পিরিয়ড পিস রচনার কারণ খুব হালকাভাবে বলেছেন, “কারণটা কিন্তু খুব মজার এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, মাইকেল আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হচ্ছে। বিদ্যাসাগর ধার দেওয়া টাকা শোধ চাইছেন মাইকেল কিছুতেই দেবেন না... ঘুম ভেঙে মনে হল, এই মানুষগুলোকে নিয়ে লিখলে কেমন হয়? এঁরাই যদি হন আমার উপন্যাসের চরিত্র আর এঁদের সময়টাই যদি হয় পটভূমি, তা হলে কেমন হবে? সেই শুরু।”^৪ অতলান্তিক আমেরিকা ১৯৮৩ সালে প্রদীপ চৌধুরীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুনীল বলেছেন, “আমার মতে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঠিক সময়কাল হল ১৮৪০ থেকে ১৮৭০। যদিও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন নবজাগরণের সূত্রপাত ১৮২৬। বাংলার রেনেসাঁস-এর অন্যতম প্রতীক হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর ৩০ বছরের জীবনে ভাষা-সাহিত্য এবং সমাজ জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই ৩০ বছর হল, ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত। এ উপন্যাসে (‘সেই সময়’) নবীনকুমার হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।... গদ্য লেখককে বেশ কিছু পড়াশোনা করতে হয়। সমাজকে চোখে দেখে যেমন জানা যায়, তেমনি সমাজের পটভূমি বা ইতিহাস জানতে হলে পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে। সমাজকে দেখার চোখ এবং ইতিহাস জানা থাকলে তবে কোনো লেখক তাঁর লেখার মাধ্যমে সে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তবে যে List আপনারা দেখেছেন তার সবকটা বই যে এ উপন্যাস লেখার সময়েই পড়েছি, তা নয়। অনেক বছর ধরেই ও বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি যে কোনো বিষয়েই পড়াশোনা করতে ভালোবাসি। পড়বার চেষ্টা করি। আবার ‘সেই সময়’ লেখার সময় তালিকাটির অনেক বই পড়েছি, এমনকী একাধিকবার পড়েছি। আপনি যে লেখককে শ্রমিক বলেছেন, সেটা আমি মানি। লেখকরা সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী তো বটেই, তাঁর সাথে তাঁদের যথেষ্ট শ্রম করতে হয়।... ঠিক ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ আখ্যা হয়ত দেওয়া যাবে না। তবে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস বলা যেতে পারে।”^৫

‘কলেজ স্ট্রিট’ ১৯৮৯ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেছেন, “ইতিহাস আমার খুব প্রিয়। সবচেয়ে প্রিয় ভারতের ইতিহাস...। দেখুন কালীপ্রসন্ন সিংহ নামটি কোথাও ব্যবহার করিনি।... আমি বেঙ্গল রেনেসাঁসকে নিয়ে লিখতে চেয়েছি। এমন একজনকে নিতে চেয়েছি যে কোনো দলে ছিল না। তাই কালীপ্রসন্ন চরিত্রকে বেছে নিলাম। কালীপ্রসন্ন এক মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিনিধি। যে ইংরেজি শিখেছে কিন্তু নিজেদের ঐতিহ্য ছাড়েনি। বিদ্যাসাগরকে তিনি সমর্থন করেছেন।”^৬ আসলে সুনীল তাঁর এই তিন উপন্যাসের ভূমিতে ইতিহাসকে পুনঃনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। একটি সুনির্দিষ্ট সময়কালকে ধরে সেই সময়ের ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসের তথ্যকে জুড়ে বানিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের সত্য। আর্থনীল মুখোপাধ্যায় ও পারমিতা দাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, ১৯৯৮ ‘পরবার’ পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ এ তিনি বলেছেন, “‘প্রথম আলো’ লেখার সময় আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম। সেখানে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি আছে। সেখানে এমন কিছু তথ্য আছে যা দেশে নেই। যেমন ‘কার্জন পেপারস’ ওখানে রয়ে গেছে। তারপর যেমন ধরো ঢাকায় গিয়ে পড়তে হয়। এই পড়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। তবে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে একসময় তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, তখন নিজেকেই ঠিক করতে হয়, কোনটা দেব কোনটা দেব না। না হলে লেখার রস নষ্ট হয়ে যায়।”^৭ বহু তথ্য সংগ্রহ করে কল্পনার সাহায্যে এই তথ্যগুলো জুড়ে তিনি এই তিন উপন্যাসের ভূমিতে করেছেন সময়ের পুনঃনির্মাণ। ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করার উদ্দেশ্যে এই সময়ের পুনঃনির্মাণ তিনি করেননি, তিনি এই তিন উপন্যাস গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে খুঁজতে চেয়েছেন সময়ের বিবর্তনের স্বরূপকে।

‘অন্যদিন’ পত্রিকায় (বাংলাদেশ, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত) একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, “‘পূর্ব-পশ্চিম’ এর পরে এই যে এখন আমি লিখছি ‘প্রথম আলো’ বলে একটি উপন্যাস। ধারাবাহিকভাবে ‘দেশ’

পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খন্ডটি বই আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি এখনও আমি লিখছি। এটা বেশ বড়ো। হয়ত ‘পূর্ব পশ্চিম’ এর থেকেও বড় হবে। এবং এটি একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এবং একই সঙ্গে বলা যায় আমার ‘সেই সময়’ উপন্যাসের পরবর্তী ইতিহাস। মানে গত শতাব্দী শেষ হচ্ছে এবং এই শতাব্দী শুরু হচ্ছে। এরকম সময়ে বাংলা এবং অবিভক্ত ভারতের অনেক জায়গার রাজনৈতিক উত্থানের কথা এর মধ্যে আছে এবং এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”^৮ ১৯৯৭ সালে ‘সানন্দা’ পত্রিকায় প্রকাশিত শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছিলেন, “turn of the century-র ইতিহাস সংক্রান্ত যা পাই পড়ি।”^৯ সুবো আচার্য ও সুশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৯৯৮ সালে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণা জানিয়েছেন, “অন্য লোকের তুলনায় ওঁর চেতনা ওঁর বুদ্ধির সূক্ষ্মতা অনেক বেশি ছিল, তবে আধ্যাত্মিক দিকটা টানেনি। ওঁর সমস্ত লেখা পড়ে, ওঁর সম্পর্কিত অন্যদের লেখা পড়ে convincing মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, বললে কেউ হয়ত মারবে, সামান্য বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন। এ ধরনের লোক থাকে মানে যাদের মধ্যে একটু পাগলামি Stick থাকে তাঁরা অনেক সময় বড়ো কবি হন, বড়ো শিল্পী হন। রামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে, আমি ঠিক জানি না... যদি অন্য দিকে যেতেন, তবে খুব বড়ো কবি বা শিল্পী হতে পারতেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার যে রাস্তা উনি বলেছেন, তার মধ্যে একটা মত খুব সুন্দর – ‘যত মত তত পথ।’ – যেটা অন্য লোকেরা আজকাল কেউ বলে না। কিন্তু কালীকে দেখলাম... প্রেরণা দিচ্ছে, কেউ ছুঁয়ে দিচ্ছে... বদলে যাচ্ছে, এগুলো চমক ছাড়া কিছু না। বিবেকানন্দকে ভালো লাগে অন্য কারণে। তখনকার দিনে অমন তেজী, দীপ্ত মানুষের খুবই প্রয়োজন ছিল। খুব আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। মানে সেইসব মানুষদের আমার ভালো লাগে যারা অন্যদের মতো নয়। তবে একটা অভিযোগ আছে, যেটা করতে পারতেন, না করে অন্যদিকে ঘুরে গেছেন। এই ‘যত মত তত পথ’-টা আরও বেশি

ছড়াতে পারতেন এবং হিন্দু ধর্মকে অনেকটাই সংস্কার করতে পারতেন। এই জাতপাত ভেদের কথা ‘দরিদ্র, মুচি, চন্ডাল আমার ভাই...’ কিন্তু এর সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এই মতটাকে আরও ছড়াতে পারতেন, তাঁর শক্তির ব্যবহার করতেন তবে জাতিভেদ এতটা হত না। দেশের আরও উপকার হত। বেলুডমঠ স্থাপন করে সেখানে কিছু ছেলেকে বেদ পড়ানোর জন্য অনেক লোক ছিল। শেষ জীবনে দু তিন বছর কেন জানি না নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কী বলব, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন।”^{১০} এই ভাবনারই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হয়েছে ‘প্রথম আলো’ উপন্যাসে। এই সাক্ষাৎকারেই সুনীল আরও জানিয়েছেন, “একটা বেঙ্গল রেনেসাঁ হয়েছিল, সত্যি কি হয়েছিল বা হলে তার কতটা impact পড়েছিল – এটা জানা দরকার। তা লেখার সময় অবশ্য ভাবলাম যে শুধু ওদের নিয়ে গল্প লিখলে হবে না, একটা প্রশ্নও তুলতে হবে। তা আমি একটা time frame ঠিক করলাম যে ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ ওই সময় আমাদের অনেকগুলো আন্দোলন হয় আর এরাই ছিলেন প্রধান পুরুষ। এদের কৃতিত্ব কতখানি বা ব্যর্থতা কতখানি, এটা লেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য মানে সময়টাকে তুলে ধরাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সেইজন্য আমি ‘সেই সময়’ নাম দিয়েছি।... আর যদি নায়ক কাউকে বলতে হয় তো সময়, সময় হচ্ছে নায়ক। তা ওটা লেখার পর আমি কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় লিখিনি। আমি তারপর ‘পূর্ব-পশ্চিম’ লিখলাম, সেটা অনেক পরের ঘটনা। স্বাধীনতার আগেরকার পরেরকার ঘটনা। দেশভাগটাই হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। দেশভাগের যে যন্ত্রণা, দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার যে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছিল – আমার ব্যক্তিগত জীবনে সেরকম ঘটনা ঘটেছে, আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও দেখেছি। তার সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধ বাংলা ভাষার দাবিতে যে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এসব তো বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা।... কিছুদিন বাদে আবার মনে হল সেটাও বলতে পারো যেটা ইংরেজিতে বলে যাকে vicarious pleasure, পাবার জন্য আনন্দ – যে ‘প্রথম আলো’ লিখি। ‘প্রথম আলো’ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে – ১৯০৫

সালে একবার বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। তা ১৯৪৭ সালে যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল সেই বঙ্গ আবার জোড়া লাগবে কিনা আমরা জানি না। অদূর ভবিষ্যতে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ১৯০৫ সালে ‘বঙ্গভঙ্গ’ আবার জোড়া লেগেছিল। তা আমি বাঙালীদের খালি এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে একসময় কিন্তু এই ভাঙাবঙ্গ আবার জোড়া লেগেছিল।”^{১১}

জহরলাল নেহেরু তাঁর, ‘The discovery of India’ গ্রন্থে লিখেছেন, “No people, no races remain unchanged. Continually they are mixing with others and slowly changing; they may appear to die almost and then raise again as a new people or just a variation of the old. There may be a definite break between the old people and the new, or vital links of the thought and ideas may join them.”^{১২} এই ভাবনার প্রকাশই রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই তিন উপন্যাসের সময় সন্ধানের প্রেক্ষাপটে। বাঙালীর বহমান জীবনের পরিবর্তনশীলতার পথে যে উদ্বর্তন, তার প্রেক্ষাপট সন্ধান করতেই এই ত্রয়ী উপন্যাসকে গড়ে তোলার কথা তিনি ভেবেছেন। আসলে, “ইতিহাস হল একটা নির্দিষ্ট সময়ের দলিল, সময় হলো কতগুলো ঘটনার পরম্পরা, যা একদিনে নির্মিত হয় না।”^{১৩} সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাস চেতনা, সময় চেতনা সর্বোপরি তাঁর মন ও মননে গড়ে ওঠা সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের যে রূপকল্প তথা Hypothesis তাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন এই তিনটি উপন্যাসের ভূমিতে। সুনীলের মননশীলতা, চিন্তাশীলতা ও বহুপাঠ এই তিন উপন্যাসের গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছে।

পরবর্তী তিনটে অধ্যায়ে তিনটি উপন্যাস ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, ‘পূর্ব-পশ্চিম’-কে পৃথকভাবে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালী

সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান করে তার স্বরূপ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। পৃ ১৭, মল্লিকার সঙ্গে একান্তে ৫৯ মিনিট, আরম্ভ, নভেম্বর ২০১২, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৮, সম্পাদক লালন বাহার
- ২। পৃ ১৭, মল্লিকার সঙ্গে একান্তে ৫৯ মিনিট, আরম্ভ, নভেম্বর ২০১২, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৮, সম্পাদক লালন বাহার
- ৩। পৃ ১৭০, অর্ধেক জীবন, অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৪
- ৪। পৃ ৭৫, অপর্ণার আড্ডায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পরমা, বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, নভেম্বর ২০১২, সম্পাদক অপর্ণা সেন
- ৫। পৃ ২২, কথা বলেছেন প্রদীপ চৌধুরী, অতলান্তিক আমেরিকা ১৯৮৩, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস
- ৬। পৃ ২৮, কথা বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'কলেজ স্ট্রিট' ১৯৮৯, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস
- ৭। পৃ ৪৫, কথা বলেছেন আয়নীল মুখোপাধ্যায় ও পারমিতা দাস 'পরবাস' ইন্টারনেট সংস্করণ, ১৯৯৮, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৮। পৃ ৮৩, অন্যদিন বাংলাদেশ ১৯৯৬, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

৯। পৃ ৮৯, কথা বলেছেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ‘সানন্দা’ ১৯৯৭, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

১০। পৃ ১০৯, কথা বলেছেন সুবো আচার্য ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, কবিতাযাপন ১৯৯৮, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

১১। পৃ ১৫০, কথা বলেছেন সুবো আচার্য ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, কবিতাযাপন ১৯৯৮, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথাবার্তা সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদন রফিক উল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩, প্রতিভাস

১২। Page 47, The Discovery of India, Jawaharlal Neheru, Published in Penguin Books 2004

১৩। ভূমিকা অংশ, আওয়ামী লীগঃ যুদ্ধ দিনের কথা ১৯৭১, মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১৪, প্রথমা প্রকাশন